জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বহু স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

চ্যবনপ্রাশ ৵১ সের (৮০ তোলা) ১০৲

বাতের তৈল প্রতি শিশি ২৷৷০ টাকা

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন ও কবিরাজ শ্রীআশুপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, কবিরঞ্জন

সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১২ই আষাঢ় বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 27th June. 1951 | ৭ম সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

নির্ব্বাচন—নির্ব্বাসন—নির্ব্বাপণ

—০—

জন-গণ-মন-অধিনায়ক না হইয়াও, ভারতের ভাগ্যবিধাতা ইংরাজ দেশের যে সব ত্রাসক, শাসক ও নাশক নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই আজ পর্য্যন্ত ভারতের সকল প্রদেশের বিধান পরিষদ পরিচালনা করিয়া নিজেদের মধ্যে জনসাধারণের ক্ষুধার অন্ন এবং লজ্জার বস্ত্রের পরিবেশক নিযুক্ত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। কর্ত্তিত ভারতের কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছিলেন কংগ্রেস দলভুক্ত ত্যাগী নামধেয় মহাপুরুষগণ। কংগ্রেস-দলভুক্ত না হইয়াও মহাত্মা গান্ধীজী শাসন ভারপ্রাপ্ত কংগ্রেসের পরিচালক ছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে রকমারী দুর্নীতি উপলব্ধি করিয়া তিনি স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের কোনও প্রয়োজন নাই বলিয়া কংগ্রেস ভাঙিয়া দিবার কথা বলিয়াছিলেন।

আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ার পর মহাত্মাজীর তথাকথিত ভক্তগণ তাঁহার চিতাভস্মের ভাসান লইয়া মাতামাতি ও দেশের অর্থ ব্যয়ে কোনও কুণ্ঠা প্রদর্শন করিলেন না। দিল্লীর রাজঘাটে, কলিকাতার নিকট ব্যারাকপুরে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। মহাত্মাজী কাঙাল দেশের কোনও বেতনভোগী কর্ম্মচারীর ৫০০৲ টাকার ক মাহিনা লওয়া উচিত নহে, বলিয়া যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তাহা আজ কোনও কংগ্রেসীর মনে নাই।

স্বাধীন ভারতের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন বর্ত্তমান ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দেই হইবে বলিয়া আওয়াজ শোনা যাইতেছে। কংগ্রেস যদি নির্ব্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ না হয় তবে শাসনযন্ত্র অন্য দলের আয়ত্তে গেলে, হয় তো অনেক কর্ত্তার ভাগ্যে আমাদের মত রেশন-ব্যাগ হাতে লইয়া ভিখারীর মত সারি বাঁধিয়া রেশনের দোকানদারের বীরদম্ভপূর্ণ মধুর বচন সহ দন্ত-বিকাশ দেখিতে হইবে। এই আশঙ্কায় সংসদের সংবিধান সংশোধন করিয়া যথাসাধ্য বিঘ্নাপসারণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কংগ্রেসে ভাঙন

—০—

দেবাসুর মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করতঃ সুধা বণ্টনের সময় অসুর বঞ্চনের ব্যবস্থা অনেকেই জানেন। সাগর মন্থনলব্ধ দ্রব্য ও ঐশ্বর্য্য বিভাগের ব্যাপার লইয়া কবিবর নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় গাইয়াছেন—

"দেবাসুরগণে সমুদ্র মন্থিলে,
যার যেমন ভাগ্য সেই তেমনি পেলে,
তার দেখ সাক্ষী,
হরি পেলেন লক্ষ্মী,
হরের কি বিষ সম্ভবে?"

স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যাপার লইয়া কংগ্রেসীদের পোয়া বার দেখিয়া কত হিন্দু সভার চাঁই রাতারাতি কংগ্রেসী হইয়া গেল। গত সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় যাঁহারা কংগ্রেসবিরোধী ছিলেন "মিঠার লোভে এঁটো খাবার আশায়"—

'যাতে কিছু পাই তাতেই খুসী।
কখন বা ব্রাহ্মণ সাজি,
হাতে নিয়ে ফুলের সাজি
কখনও বা তামাক সাজি
সাজি মাটিতেও কাপড় ঠাসি।
যাতে কিছু পাই তাতেই খুসি।'

এই সুবিধাপন্থী সাজিতে একটুকুও দ্বিধা বোধ করিল না। যাহারা কংগ্রেসী ছিল তাহারা রইলই। আবার নূতন কংগ্রেসীও ঝাঁক বাঁধিয়া ঢুকিতে আরম্ভ করিল। ভারতবর্ষ যখন দ্বিখণ্ডিত হয় নাই, সে আমলে যত মন্ত্রী ছিল, কাটা ভারতে ততগুলি মন্ত্রীতে কুলাইল না, সমস্ত প্রদেশে মোটা মোটা কংগ্রেসীর মন যোগাইতে আর এক এক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবার জন্য মন্ত্রী, উপমন্ত্রী প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া কংগ্রেসীর পেট ভরাইতে টাকার ছিনিমিনি খেলা চলিল। দেশের আনাচে কানাচে কংগ্রেসী, সকলের পেট ভরানো তো সোজা নয়। তাই যাঁরা ভাগে কিছু পেলেন না, বা একবার পেয়ে অল্প দিন পরেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া দূরীভূত হইতে হইল, তাঁরাই কংগ্রেসের দুর্নীতি অসহ্য বলিয়া দল বাঁধিতে সুরু করিলেন।

স্বামী নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতিত্ব পাইয়াও দুর্নীতি দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। পত্নী নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন জেহাদের সময় মৃত্যুকে একটুও ভয় না করিয়া বিপদ সাগরে ঝাঁপ দিয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন—এ হেন কৃপালনী দম্পতি—আচার্য্য কৃপালনী ও শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া বিরুদ্ধ দল গঠন করিবার প্রয়াস পাইলেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যাঁহারা উদরপন্থী বলিয়া পরিচিত কৃপালনীর কৃপায় তাঁহাদের স্থান প্রাপ্তি দেখিবার বিষয়। এঁদের কংগ্রেস ত্যাগও যেমন লালসাপ্রসূত, আবার এ দলে প্রবেশও বিদ্বেষ ও লালসা দুই একত্রীভূত হইয়া প্রবৃত্তি গঠন করিয়াছে। এঁরা অহিংস-বিক্রমে বিজিত রাজ্যের ভাগ না পাইয়া এবম্বিধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এঁদের মুখে এই গানটী বেশ শোভা পায়:—

গান

বলবো কি কপালের কথা
যায় না গো বলা।
কারো ভাগ্যে অট্টালিকা
কারো গাছতলা।
কেউ পেটের জ্বালায় দিন ভিকারী,
কেউ করিছে চৌকিদারী—
কেউ করিছে মেজেষ্টরী
কেউ সদরয়ালা।

কেউ ফিরিছে হাটে শুধু—
কেউ কিনিছে মিছরী মধু
কারো ভাগ্যে ডিংলে কধু
ঝিঙে কাঁচ কলা।

ইহাই ভাঙনের কারণ।

নির্ব্বাচনে যে দলই জিতিবে জিতুক আমরা আর কাহারো কাজ না দেখিয়া বাহবা দিব না। যাদের ত্যাগী মনে করিতাম তাদের মধ্যে তস্কর দেখিয়া অবাক হইয়াছি। শতকরা ৮০ জন যে দেশে নিরক্ষর সে দেশে ভোটে জয় লাভ জয় লাভ নয়।

কমিউনিষ্ট যারা তারা যদি বলে—দেখ আর সবাই বেশী অনিষ্ট করিবে! আমরা কম অনিষ্ট করি বলিয়া আমাদের নাম কম-অনিষ্ট এদের কথায় যে লোক ভুলিবে না তা বলা যায় না।

কংগ্রেস নির্ব্বাচনে জয়ী হইলে, আমাদের শান্তি নির্ব্বাসন হওয়া যেমন পরীক্ষিত। ক্ষুধানল নির্ব্বাপণ না হওয়াও তেমনি পরীক্ষিত।

কংগ্রেস ত্যাগ

আমি কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করিয়াছি। পুনরায় আমার কংগ্রেসে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে কিনা ইহা জানিবার জন্য অনেকে পত্রাদি দিতেছেন বা জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছেন।

সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছি, কংগ্রেস একদল দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির অধিকারগত হইয়া আদর্শচ্যুত হওয়ায় আমি আর কংগ্রেসে ফিরিয়া যাইব না।

শ্রীরাধানাথ চৌধুরী, নিমতিতা।
২৫।৬।৫১

আততায়ী হস্তে নিহত

গত ১১ই আষাঢ় মঙ্গলবার দুপুরে জঙ্গিপুরের মহম্মদ ইয়াকুব হোসেন যন্ত্রী আততায়ী হস্তে নিহত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি স্থানীয় সভাসমিতিতে সঙ্গত করিয়া উপস্থিত জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিতেন। তিনি এতদঞ্চলে ইয়াকুব ওস্তাদ নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র প্রথমেই তাঁহাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। এখানকার বহু সঙ্গীতলিপ্সু নরনারীকে তিনি যন্ত্র-শিক্ষা দিতেন। তাঁহার পুত্র রমজান আলি স্থানীয় ফৌজদারী আদালতে চাকুরী করেন। আততায়ী-গণ নগদ টাকাকড়ি ও অলঙ্কার পত্র লইয়া চম্পট দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ তদন্ত করিয়া কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। দিবালোকে খুন হওয়ার জন্য লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

লুঠতরাজ

গত ৪ঠা আষাঢ় মঙ্গলবার প্রাতে সাগরদীঘি থানার ৮নং মোড়গ্রাম ইউনিয়নের শীতলপাড়া গ্রামের মহাম্মদ খোদা নওয়াজ ওরফে খুদু পণ্ডিত নামক এক শিক্ষকের বাড়ী চড়াও করিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ গৃহের সমস্ত জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে। উহারা উক্ত শিক্ষকের বৃদ্ধা মাতা ও এক পুত্রকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে। খবর পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে গমন করেন এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দিয়াছেন। এই ব্যাপারে উক্ত গ্রামের সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ জনাব আনোয়ার আলি মিঞাও গ্রেপ্তার হন। আসামিগণের জামিন মঞ্জুর হইয়াছে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৩ই আগষ্ট ১৯৫১

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

৪৯ স্বত্ব ডিঃ চন্দনমল বয়েদ দিং দেং মৌঃ হুমায়ুন রেজা চৌধুরী মৃতান্তে ওয়ারিশ (ক) মৌঃ এরফান রেজা চৌধুরী দিং দাবি ২২৬৸৯ থানা সুতী মৌজে হাজিপুর ৬৩০-৭২ শতক থং ১ মৌজে বামুহা ৪২২-৭০ শতক থং ১ মৌজে জলঙ্গাপাড়া ৩৮০-৭০ শতক থং ১৭ মৌজে খিদিরপুর ২৩৭-৭৬ শতক থং ৯ ইহার ৬ অংশে আঃ ১৫০৲ সদর জমা ৬১৫২৸০ তন্মধ্যে দেন্দারগণের ৵১৩।— অংশের সদর জমা ৮৯০/৬

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

৫৮ মনি ডিঃ ক্ষিতীন্দ্রনাথ মণ্ডল দেং উম্বর সেখ দাবি ৮৬৪৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বহড়া ৪-২৪ শতকের কাত ১২।৵০ তন্মধ্যে ১/৪ অংশ আঃ ১৫০৲ থং ১৩ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১০ শতকের কাত ১।/৩ তন্মধ্যে ১/৪ অংশ আঃ ৫০৲ থং ১৪ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৩৪ শতকের কাত ১॥০ তন্মধ্যে ১/৪ অংশ আঃ ২৫৲ থং ৫৪৫ ৪নং লাট মৌজাদি ঐ দেন্দারের ১/৪ অংশ ১-৮০ শতকের কাত ৬৲ আঃ ৫০৲ থং ৫৪৮ ৫নং লাট থানা সাগরদীঘি মৌজে খেরুর ৭৫ শতকের কাত ৩।০ আঃ ২৫৲ দেন্দারের ১/৪ অংশ ৬নং লাট মৌজাদি ঐ ১-৫০ শতকের কাত ৯৸৵০ আঃ ৫০৲ ১/৪ অংশ

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

১২০ থাং ডিঃ অমানো বর্ম্মণ্যা দেং ইদ্রিশমহম্মদ সেখ দিং দাবি ১৫৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ৪ শতকের কাত নিজাংশে ৵৭ আঃ ২৲ থং ১২৮ রায়ত স্থিতিবান

১৬৫ থাং ডিঃ ঐ দেং সিদ্ধেশ্বর রায় নাবালক পক্ষে অলি পিতা মনোরঞ্জন রায় দাবি ৫৪।/৬ মৌজাদি ঐ ১-৩২ শতকের কাত ৬৵৬ আঃ ১৫৲ থং ৫৮৯

১৬৬ থাং ডিঃ ঐ দেং সরলাসুন্দরী বর্ম্মণ্যা দিং দাবি ৩২৸৩ মৌজাদি ঐ ৯১ শতকের কাত ২৸৵১০ আঃ ৫৲ থং ৪৮৩ রায়ত স্থিতিবান

১৬৭ থাং ডিঃ ঐ দেং বিভূতিভূষণ অধিকারী দিং দাবি ৩৬৵৯ থানা ঐ মৌজে রামপুরা ৬-৫৮ শতকের কাত ৩৲২ আঃ ১০৲ থং ১৭৮ ঐ স্বত্ব

১৩১ থাং ডিঃ নশীপুর রাজ ওয়ার্ড এষ্টেট দেং শ্রীকুমার রায় দিং দাবি ১০৮৸৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেণ্ডা জামুয়ার ২-৭৮ শতকের সেস ১৸৵৯ আঃ ৯০৲ থং ৩৬৪ নিষ্কর স্বত্ব

[পর পৃষ্ঠা]

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার জের)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই আগষ্ট ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

২৪২ থাং ডিঃ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী দেং গোবিন্দদাস নাথ দিং দাবি ৯৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মির্জ্জাপুর ৩ শতকের কাত ॥০ আঃ ১০৲ খং ১০৫৮

২৪৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১২৶৬ মৌজাদি ঐ ১০ শতকের কাত ১/০ আঃ ১৫৲ খং ১০৫৭

২৪৪ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১০৶৯ মৌজাদি ঐ ৪ শতকের কাত ।৵০ আঃ ১০৲ খং ১০৫৬

২২০ থাং ডিঃ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ দেং বৈদ্যনাথ দাস দিং দাবি ৪৩৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে আমগাছি ৫-৫৬ শতকের কাত ২৫॥/৬ আঃ ২৫৲ খং ১৭৯, ২৪৮ রায়ত স্থিতিবান

২২১ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৪।৵৩ মৌজাদি ঐ ২-৭৫ শতকের কাত ১৯৶৩ আঃ ২০৲ খং ১৭৮, ২৪৭ ঐ স্বত্ব

২২৪ থাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং বিভূতিভূষণ দে ওরফে ভোলানাথ দে দিং দাবি ২৮॥/৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ৮ শতকের কাত ৮৲ আঃ ১৫৲ খং ৬৫৯ রায়ত স্থিতিবান

২২৫ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২২/৬ মৌজাদি ঐ ৪ শতকের কাত ৫॥০ আঃ ৮৲ খং ৬৬১ রায়ত দখলকার বসত প্রজা চিরস্থায়ী

২২৯ থাং ডিঃ জনাব মহাম্মদ সেকান্দার দেং জামসেদালী সেখ দিং দাবি ৬১৫৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খিদিরপুর ১৭৮॥০ শতকের কাত ৯॥৵১ আঃ ৪০৲ খং ১১২, ১৬৬, ১৬৭

১৭৫ থাং ডিঃ ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র খাঁর ট্রাষ্ট এষ্টেটের ট্রাষ্টি গণেশচন্দ্র খাঁ দিং দেং আশুতোষ সরকার দিং দাবি ২৭/১ থানা সুতী মৌজে কিশোরপুর ৬৪৩ শতকের কাত ১৫৻৯ আঃ ১৩৲ খং ৩০৩

১৭৬ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২২।/৬ মৌজাদি ঐ ৪৮৪ শতকের কাত ১১/৬ আঃ ১০৲ খং ৩০৬

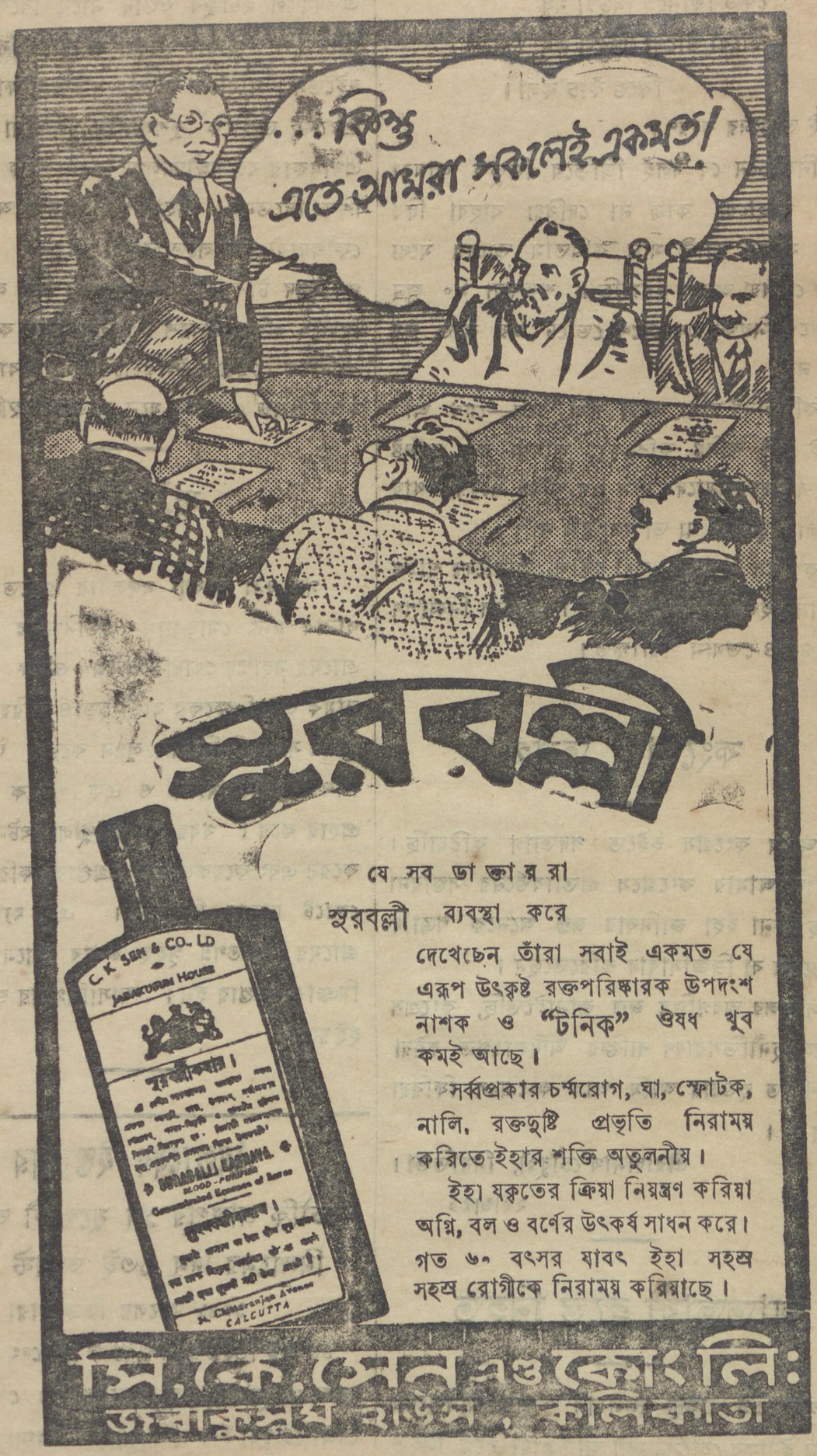

১৮০ থাং ডিঃ ঐ দেং কাঙ্গালীচরণ দাস দাবি ১০।৶০ মৌজাদি ঐ ৩৫৮ শতকের কাত ৮৫৯ আঃ [illegible] খং ৬১

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত